শিশু-কিশোরদের জন্য

মহান আল্লাহর পরিচয়

গোলাম রেযা হায়দারী আবহুরী
অনুবাদ : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

আল্লাহর বৃদ্ধ হওয়া

‘তোমার প্রতিপালক হলেন মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী।’- সূরা হুদ : ৬৬

আল্লাহ কি এখনও বৃদ্ধ হন নি?

মানুষদের জীবনের কয়েকটি পর্যায় ও ধাপ রয়েছে। আমাদের জীবনের প্রথম ধাপটি হল শৈশবকাল। এ পর্যায়ে আমরা বেশি বেশি খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকি এবং দুনিয়া সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না। তোমার আম্মু অ্যালবামে যে ছবিগুলো সাজিয় রেখেছেন সেগুলো বেশির ভাগ এ আমলেরই ছবি।

শৈশবের পরে কৈশোর কাল শুরু হয়। এ পর্যায়ে আমরা স্কুলে যাওয়া শুরু করি, আমাদের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আমাদের কণ্ঠস্বরের কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যায়।

কৈশোরের পরে আসে যৌবন কাল। এসময়ে আমাদের দৈহিক শক্তি বেড়ে যায় এবং ছেলেবেলার খেলাধুলার অভ্যাসগুলো বাদ দিতে থাকি। এ বয়সেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই এবং উন্নতির জন্য বেশি বেশি চিন্তা করি। এ সময়ে আমাদের উচ্চতা আরো বেড়ে যায় এবং প্রায় আমাদের আম্মু ও আব্বুর সমান উচ্চতায় পৌঁছে যাই। বিবাহ করা এবং সংসার পাতাও এ বয়সেই সম্পন্ন হয়।

যৌবনের পরে আমরা বড়দের বয়সে উপনীত হই। এ সময়ে আমরা পেশায় নিয়োজিত হই এবং আয় রোজগার করতে থাকি। পাশাপাশি আমাদের সন্তানদের লালন পালন করতে থাকি এবং সর্বদিক বিবেচনায় আমরা শক্তিশালী হতে থাকি।

আর সবশেষে আমরা বার্ধক্যে পৌঁছে যাই। বৃদ্ধ বয়সে আমাদের দৈহিক শক্তি কমে আসে এবং আমরা ভারী জিনিসকে তুলতে পারি না ও কোনো কঠিন কাজ করতে পারি না। এর পরিবর্তে বৃদ্ধ বয়সে আমাদের বুদ্ধি আরো পূর্ণতা লাভ করে এবং আমরা বেশি বেশি বুদ্ধি কাজে লাগাই। আর আমরা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে অন্যদের কাছে হস্তান্তর করতে পারি।

এবার তোমার প্রশ্নটি আরেক বার মনে কর। যাতে আমরা এক সাথে তার উত্তর খুঁজে পাই। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে যে আল্লাহ কি এখনও বৃদ্ধ হন নি?

নিশ্চয় আমার কথাগুলো থেকে তুমি বুঝে নিয়েছ যে, বার্ধক্য আসে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বড়দের বয়সের পরে। সে সকল জিনিসই বৃদ্ধ হয়, যারা একদিন শিশু ছিল। তারপর কৈশোর যৌবন ও বড়দের বয়স পার করে অবশেষে বার্ধক্যে এসে পৌঁছায়।

আমরা যদি বলি আল্লাহ বৃদ্ধ হয়েছেন, তাহলে এর অর্থ হবে তিনি শিশুও ছিলেন এবং কৈশোর, যৌবন ও বড়দের বয়স পার করে এসেছেন। অথচ এ কথাটি সঠিক নয়।

মানুষ জীবনের প্রত্যেক স্তরে আগের চেয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ কখনো অসম্পূর্ণ ছিলেন না যে সময়ের পরিক্রমায় তিনি সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হবেন। তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতায় কখনো ঘাটতি ছিল না যে দিন, মাস ও বছর অতিক্রমের মাধ্যমে তাঁর সে ঘাটতি পূরণ হবে।

আল্লাহ সর্বদিক বিবেচনায় আমাদের মানুষদের থেকে তাঁর পার্থক্য রয়েছে। সূরা ‘কূল হুওয়াল্লাহু’ এর মধ্যে এসেছে : ‘আল্লাহ কখনোই জন্ম নেননি’– অর্থাৎ তিনি আমাদের মানুষদের মতো মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হননি এবং আমাদের মতো শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বড়দের বয়স পার করেন নি যে বার্ধক্যে এসে উপনীত হবেন।

আল্লাহকে আমাদের নিজেদের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। আমাদের সাথে তাঁর পার্থক্য রয়েছে। আমরা ঘুমাই, কিন্তু তিনি ঘুমান না। আমরা খাবার খাই, কিন্তু তিনি খাবার খান না। আমরা ক্লান্ত হই, কিন্তু তিনি ক্লান্ত হন না। আমাদের অসুখ হয়, কিন্তু তাঁর অসুখ হয় না। আমরা কান্না করি, কিন্তু তিনি কান্না করেন না। আমাদের পিপাসা লাগে, কিন্তু তিনি পিপাসার্ত হন না। আমরা মৃত্যুবরণ করি, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। তদ্রূপ আমরা বৃদ্ধ হই, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হন না।

কৌশলী ছাগল ছানা

অনুবাদ : মোঃ কামাল হোসাইন

সে অনেকদিন আগের কথা। একটি হিংস্র রক্তপিপাসু নেকড়ে জনহীন প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতো আর হরিণ, খরগোশ এবং মরুভূমির অন্য পশুদের শিকার করে উদর পূর্তি করতো। অন্যান্য দিনের মতো সে একদিন ঘোরাফেরা করতে করতে একটি টিলার উপরে পৌঁছলো। টিলার ওপারে বিস্তৃত প্রান্তর দেখতে পেলো। যেখানে রয়েছে প্রচুর সবুজ ঘাস। তার একটু দূরে একটি জনবসতিতে অনেকগুলো ভেড়া-দুম্বা দেখতে পেলো। যারা প্রান্তরের নানা জায়গায় ছড়িয়েছিটিয়ে বিচরণ করছিলো। ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পাল দেখতেই টিলা থেকে নেমে এসে একটি ঝর্নার নিকটবর্তী ভেড়ার পালের কাছে পৌঁছলো। একটি ভেড়ার বাচ্চা পশুপাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে গিয়েছিলো। নেকড়ে এ ভেড়ার বাচ্চাটিকে শিকার করে নিজের খাবার বানানোর পরিকল্পনা করছিলো। হঠাৎ করে পাহারাদার কুকুর নেকড়েকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে নেকড়ের প্রতি হামলা করলো।

নেকড়ে মুখে কামড়ে ধরা ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে দৌড়ে পালাতে লাগলো। কুকুরও তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলো। নেকড়ে পলায়ন করার সময় বলতে লাগলো– ভালো ঝামেলায় পড়লাম তো। এখন পর্যন্ত আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এ মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই নেয়ামতপূর্ণ ময়দানে পৌঁছলাম আর এই কুকুর আমাকে পেট পুরে খেতে দেবে না।

নেকড়ে দৌড়াচ্ছিলো, কুকুরও তার পেছনে দৌড়াতে লাগলো। যখন কুকুর নেকড়ের কাছাকাছি পৌঁছলো নেকড়ে কুকুরকে অনেক ভয় পেলো এবং ভেড়ার বাচ্চাকে মাটিতে ফেলে দিলো। যাতে সে নিজের জীবন নিয়ে কোনোমতে পালাতে পারে এবং পিছনে আসা কুকুর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কুকুর নেকড়েকে এমনভাবে তাড়া করলো যে, তাকে একটি হ্রদের কিনারে নিয়ে গেলো। নেকড়ে ভয় পেয়ে একলাফে হ্রদের ওপারে চলে গেলো। কুকুর হ্রদের কিনারায় দাঁড়িয়ে রইলো।

কুকুর হাপাতে হাপাতে বললো : 'এই বদ নেকড়ে হ্রদের ঐ পাড়ে গিয়ে আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছো, কিন্তু এর পর যদি আমার হাতের নাগালে পাই তোমার এমন হাল করবো যা মানুষের মুখে মুখে গল্পের মতো রটে যাবে।'

নেকড়ে জবাব দিলো : 'তুমি তো ভারী হিংসুটে ও খারাপ প্রকৃতির কুকুর। আমি তোমার এমন কী ক্ষতি করেছি যে তুমি আমাকে ছাড় দিলে না। দুই দিন পর্যন্ত অভুক্ত আমি। এই দুই দিনে খাবারের ছিটেফোটার গন্ধও পাইনি।'

কুকুর বললো : 'কী ক্ষতি করেছো? আমি থাকায় তুমি ফায়দা হাসিল করতে পারলে না। আমার গোশত তোমার খাবার নয়। আমাকে ক্ষতি করার কোনো উদ্দেশ্যও তোমার নাই। কিন্তু তোমার অপরাধ হলো তুমি অলস, অত্যাচারী, নির্দয়। তুমি বিনা পরিশ্রমে উদর পূর্তি করতে চাও। তোমার ইচ্ছে ছিলো নিরীহ ভেড়ার ছানাকে হত্যা করে তার গোশত খাওয়া।'

নেকড়ে জবাব দিলো : 'হ্যাঁ, তুমি যা বলেছো তা সবই সঠিক। কিন্তু তোমার এভাবে অতিরিক্ত ফাজলামির কোনো দরকার ছিলো না। তুমি নিজে কী কাজ করো? তুমি তো ঐ ভেড়ার ছানাকে আমার গ্রাস থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে খেতে চাও। এই মরুভূমিতে কত নাজ নেয়ামত রয়েছে! শত শত ভেড়া, বকরীর বাচ্চা আছে। সত্যি করে বলো তো তুমি নিজে কী নির্দয় ও জালেম নও? তুমি চাইলে তো এই ছোট্ট ভেড়ার ছানাটিকে আমার জন্য ছেড়ে দিতে পারতে। এই ছানাটিকে আমি খেতাম। তুমি অন্য কোনো একটা শিকার করে খেতে পারতে। এটা ছাড়া তোমার চোখে আর কোনটা পড়লোনা যে তুমি আমার পেছনে লাগলে? আমার একটা মাত্র খাবার ছিলো তাও কেড়ে নিলে?'

কুকুর বললো : 'বেশ তো তোমার বুদ্ধি। এখন বুঝলাম যে তোমার শুধু দোষ আছে তাই নয়, তুমি আহম্মকও। তুমি এটাও জানোনা যে, আমি ভেড়ার মাংস খাই না। আমি শুধু তাদের সাথে আমি থাকি যাতে তোমার মতো হিংস্র প্রাণীরা তাদেরকে কষ্ট না দিতে পারে।'

নেকড়ে বললো : 'এটা তোমারও মূর্খতা। এই দুর্ভাগা কুকুর। তোমার কি কোনো কাজ নাই নাকি তোমার বুদ্ধির কমতি আছে? তুমি ভেড়ার পালকে রক্ষা করো। আমার খাবার কেড়ে নিলে আবার নিজেও খেলে না। তুমি যদি ওগুলো শিকার করতে না-ই পারো তাহলে আমার পথ থেকে সরে যাও। তাহলে আমি ভেড়া শিকার করে নিজের অংশ রেখে তোমাকে খাওয়ার জন্য দেবো। এতে আমাদের বন্ধুত্বও ঠিক থাকবে এবং প্রতিদিন এভাবেই কাজ করবো।'

কুকুর জবাব দিলো : 'নারে ভাই। দরকার নাই। আমার জন্য তোমার এত সহমর্মিতার কোনো দরকার নাই। তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব করা অসম্মানজনক। কারণ, মানুষ তোমাকে জানে রক্তপিপাসু, মাংসাশী নেকড়ে আর আমাকে জানে বিশ্বস্ত কুকুর হিসেবে। আমি আমার কর্তব্যপরায়ণতার জন্য গর্ববোধ করি। আমার কাজকে আমি যথার্থ মনে করি। দেখো! এই যে আমার গলায় এই সুন্দর হারটা দেখতে পাচ্ছো এটা আমার গর্বের পরিচায়ক। যেহেতু আমি ভেড়া বকরীকে কষ্ট দেই না। সব সময় তাদের সাথে থাকি আর তাদের ভালো চিন্তা করি এবং কাউকে ভয় পাই না। শহর-গ্রাম, পাড়া-মহল্লা, অলি-গলি, রাজপথে সবার কাছে আমি প্রিয় আর তুমি...?'

নেকড়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বললো : 'বেশ বেশ। এতক্ষণ যতো কথা বলেছো এর এক ফুটো পয়সাও দাম নাই। তুমি বলেছো তুমি গর্ববোধ করো আর তোমার গলার হার সুন্দর এবং এতে তুমি পরিতৃপ্ত আর তুমি সবার প্রিয়। এগুলো কবিতার কথা। মানুষেরা তোমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছে তুমি গোলামের মতো তাই করছো। তাদের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করছো কিন্তু আমি বলি কি

ভেড়ার পাল তোমার জন্য। তুমি যখন নিজে খেতে চাওনা তখন তুমি তাদের সাথে থাকো বা না থাকো এতে কিছু আসে যায় না। তাছাড়া তুমি বলেছো বেশ আছো। আসলে এটাও সঠিক নয়। তুমি এত দৌড়াদৌড়ি ও কষ্টের পরেও অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকো। যদি রাতে তোমাকে খাবার দিতে দেরী হয় তাহলে তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকো। কিন্তু আমি যদি একটি খরগোশও শিকার করি তবুও একদিন তৃপ্ত থাকতে পারি। আর আমি স্বাধীন। জগৎময় ঘুরে বেড়াই। গাছ লতাগুল্ম, ময়দান যেখানে ইচ্ছা বসতে পারি আর মোরগের আওয়াজ শুনি। সর্বত্র ঘোরাফেরা করি আর আমাকে সবাই ভয় পায়।'

কুকুর জবাব দিলো : 'আসলে ব্যাপারটা এরকম না; বরং তুমিই সবাইকে ভয় পাও। রাখালকে ভয় পাও। যদিও তুমি নিজেকে হিংস্র নেকড়ে দাবি করো অথচ তুমি আমাকেও ভয় পাও। অন্য পশুদের ভয় পাও। লোকালয় ভয় পাও, মানুষকে ভয় পাও। যেহেতু তুমি বাজে কাজ করো এবং রক্তপিপাসু, তাই সারাক্ষণ ভয়ে থাকো আর ক্ষুধার্তও থাকো। যেখানেই তোমাকে দেখা যায় সেখানেই সকলে তোমাকে আঘাত করে। এখন তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো পথ হলো যে পথে এসেছো সেই পথে ফেরত যাও। তোমাকে যেন এই চারণভূমিতে আর দেখতে না পাই। না হলে তোমাকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তোমার শরীর থেকে চামড়া তুলে নিবো। বাকিটা তোমার সিদ্ধান্ত।'

কুকুর একথা বলে পশুদের দিকে ফিরে গেলো। যেহেতু সূর্যাস্তের সময় হয়ে গিয়েছিলো। তাই প্রতিদিনের মতো ভেড়া, বকরী, ছাগল এবং ওগুলোর বাচ্চাদের একত্রিত করে কুকুর সামনে সামনে গেলো, পশুপাল তার পেছনে আর রাখাল একেবারে পেছনে থেকে লোকালয়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

রক্তপিপাসু নেকড়ে ঐদিন আশাহত হলো। প্রথমে সে ভাবলো ফিরে যাবে, কিন্তু যেহেতু সে কুকুরের কথায় রাগান্বিত ছিলো এবং জিদে ফুসছিলো। নিজে নিজে চিন্তা করলো– এই মরুভূমিতে বসে থাকাটাই উত্তম হবে। আর যাই হোক এখানে প্রচুর নিয়ামত আছে। অন্য মরুভূমি মৃত সাগরের মতো যেখানে মাছও নেই, শিকারিও আসে না, কিন্তু এ মরুভূমি এমন এক সমুদ্রের মতো যেখানে অনেক মাছ আছে। আজ যদি জালে কিছু নাও আটকায় আগামীকাল আটকাবে। আজ কয়েকটা ভেড়া খেয়ে ঐ ফাজিল কুকুরের প্রতিশোধ নেবে আর তাকে বুঝাবো যে, নেকড়ে কাকে বলে। এরপর এক লাফ দিয়ে জলাশয় পার হলো এবং মানুষ শত্রুকে দূর থেকে যেভাবে গর্জে ওঠে সেভাবে বীরের মতো নিজের জোরে চিৎকার করে বললো– 'আগামীকাল আমি সব খেয়ে ফেলব। আমি কাউকে ভয় পাই না। আমার নাম নেকড়ে। আমার নাম রক্তপিপাসু নেকড়ে। হু... হু... হু।' এ সময় সে মরুভূমিতে কিছুটা খোঁজাখুঁজি করলো। টিলায় নিচু ভূমি সর্বত্র অনুসন্ধান করলো। লোকালয়ের কাছেও আসলো। যেহেতু গ্রামের কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিলো। তাই সে আবার ফিরে গেলো। একটা টিলার উপর শুয়ে পড়লো আর কান খাড়া করে চারদিকের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো আর পরিকল্পনা করতে লাগলো যে, আগামীকাল কীভাবে কুকুরকে অমনোযোগী করে রাখালকে ভয় দেখিয়ে পশুপাল থেকে ভেড়া নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিতে পারে।

পরের দিন সূর্যোদয়ের পরপরই দূরে ভেড়া মেষ দুম্বার পশুপাল দেখা গেলো। রাখাল লাঠি হাতে নিয়ে এবং কুকুর তার গলাবন্ধ নিয়ে গর্বভরে পশুপালকের সাথে আসছিলো। নেকড়ে ক্ষুধার্ত দাঁতে দাঁত চেপে কটমট করলো। আর মেষপালের ভ্যা ভ্যা শব্দ তার হৃদয়ে এসে বাজতে লাগলো। তার মনে প্রশান্তি অনুভূত হলো। সে টিলা থেকে নিচে নেমে এলো এবং একটি সবুজ কাটাগুল্মযুক্ত ঝোপের পেছনে দাঁড়ালো যাতে সুযোগ বুঝে পশুপালের উপর হামলা করতে পারে।

যখনই ভেড়ার পাল ঘাস খেতে খেতে বিচরণ করতে আরম্ভ করলো তখন কুকুর মরুভূমির আশে পাশে অনুসন্ধান করতে লাগলো এবং ভয়ানক শব্দ করতে লাগলো যাতে আশে পাশে কোনো শত্রু থাকলে সে বুঝতে পারে যে এখানে কুকুরের উপস্থিতি আছে এবং যেন হিসাব করে পা ফেলে। এরপর গিয়ে একটু উঁচুতে রাখালের পাশে দাঁড়ালো।

রক্তপিপাসু নেকড়ে গত রাতে যে বাহাদুরি বড়াই করেছিলো কুকুর ও রাখালকে দেখে সে আর ভেড়ার পালের কাছে যাবার সাহস করলো না। এভাবে পশুর গলায় কামড় দিয়ে ধরার কথা চিন্তা করতে গিয়ে ভেড়া শাবকের আওয়াজের ভয়ে কলিজা শুকিয়ে গেলো। সে নিঃশব্দে ঘাষ-লতাগুল্মের পেছনে লুকালো। যেখানেই লুকিয়েছে সেখান থেকে সামনে যেতে ভয় পাচ্ছে। এভাবে বিকেল হয়ে গেলো এবং পশুপালের লোকালয়ে যাবার সময় হয়ে গেলো।

অতঃপর কুকুর সামনের দিকে পথ চলতে আরম্ভ করলো আর রাখাল তার লাঠি নাড়িয়ে ভেড়াপালকে ডাক দিয়ে দিয়ে সবগুলোকে একত্রিত করে কুকুরের পেছনে চলতে আরম্ভ করলো। সে নিজে লাঠিকে কাঁধে নিয়ে হাত ঝুলাতে ঝুলাতে পথ চলতে লাগলো। তারা কিছুদূর যাবার পরে নেকড়ে পুনরায় টিলার উপরে গেল এবং দেখতে পেলো একটি ছাগল ছানা ল্যাংড়াড়ে ল্যাংড়াতে হাঁটছে এবং সে ছাগল ও ভেড়ার পাল থেকে পেছনে পড়ে গেছে এবং বেশ দূরে অবস্থান করছে। নেকড়ে দ্রুত গতিতে ছাগল ছানার দিকে দৌড়ে গেল যাতে তাকে শিকার করতে পারে। ছাগল ছানা হঠাৎ করে নেকড়ে দেখে বুঝতে পারলো একবার যদি নেকড়ে তার গলা ধরে ফেলতে পারে তাহলে তো কাজ শেষ। কেননা, তার সাথে যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা তার নাই। তার মায়ের কথা মনে হলো। সে ভাবলো এখন কিছুটা কৌশল অবলম্বন করে নিজের জীবন বাঁচাতে হবে।

উল্লেখ্য যে, যখন এই ছাগল ছানাটির মা তাকে জন্মদান করেছিলো তখন থেকেই এর একটি পা খোঁড়া ছিলো। যখন সে অনেক ছোট ছিলো তখন সে বুঝতে পরতো না যে অন্যদের সাথে তার পায়ের পার্থক্য আছে। এরপর যখন সে আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো সে এ বিষয়টি বুঝতে পারলো এবং নিজের প্রতি নিজের অনেক রাগ হতো। সে দেখতো অন্যান্য ছাগল ছানা কীভাবে এটা সেটা খোঁজে, এদিক সেদিক ছুটে বেড়ায়, কিন্তু সে তাদের সাথে তালে তাল মিলিয়ে খেলতে পারে না। সে মাঝে মধ্যেই বিষণ্ন হয়ে থাকতো। একদিন সে তার মাকে জিজ্ঞেস করলো : 'মামণি! সবার মতো আমার পা ঠিক করে দাও। যাতে অন্যদের মতো পথ চলতে পারি অথবা এমন ব্যবস্থা করো যাতে আমাকে আর ঘরের বাইরে যেতে না হয়। যেহেতু অন্যান্যের মতো খেলা করতে পারি না। যদি কোনো দুশমন হামলা করে তাহলে তো পালাতেও পারবো না। আমি এমন জীবন যাপন নিয়ে অসুখী। আমি চাই না আমার পা ল্যাংড়া থাকুক। আমার পা খোঁড়া হলো কেন?'

ছাগলটির মা ছিলো অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। সে জবাবে বললো : 'বাবা! এত অসন্তুষ্ট হয়ো না। যদি তোমার পায়ের চিকিৎসা না-ও হয় তবুও তুমি একজন বুদ্ধিমান। তুমি যে কোনো জিনিসকেই ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারবে যা একজোড়া ভালো পাবিশিষ্ট পশুরাও পারে না। প্রত্যেকটা জিনিসেরই বিকল্প আছে। কাজেই রাগ করার কিছু নাই। যদিও তুমি কম খেলতে পারবে, কিন্তু অনেক বুদ্ধির ব্যবহার করতে পারবে। যেহেতু তোমার পা খোঁড়া তাই তুমি ভালো ভালো কাজ করবে আর ভালো ব্যবহার আয়ত্ত করবে। তুমি শত্রু দেখে পলায়ন করতে পারবে না। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে ও কৌশল করে তার উপর বিজয়ী হতে পারবে। যদিও তুমি তোমার শরীরে কিছুটা ঘাটতি আছে তাই তুমি দয়ালু হবে। কখনো নিজের পছন্দ চাপিয়ে দিয়ে বা কটু কথা বলে কারো হৃদয়ে কষ্ট দেবে না। এতে করে তুমি অন্যদের প্রিয়পাত্র হতে পারবে। মানুষদের দেখো না? এদের মধ্যে কেউ অন্ধ, কেউ পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা অন্য কোনো কমতি তাদের মধ্যে রয়েছে, এরপরও তারা কৌশল শিখে, জ্ঞানার্জন করে এবং উত্তম আদর্শ গড়ে তোলে। এরা সবার প্রিয় হয় এবং আদর্শবাদী ও সুখী জীবন যাপন করে।'

ছাগল ছানা এই উপদেশ সবসময় মনে রাখে যে, সবকিছুর বিকল্প আছে, কিন্তু রাগের বিকল্প নাই। আজও সে দেখতে পেলো যে, সে খোঁড়া পা নিয়ে যুদ্ধ করে নেকড়ের থাবা থেকে পলায়ন করতে পারবে না। তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো এবং সে সিদ্ধান্ত নিলো সে একটি কৌশল অবলম্বন করবে। সে কয়েক কদম এগিয়ে নেকড়ের কাছে গিয়ে বললো : 'হে মহান শক্তিশালী নেকড়ে! আপনি এসে ভালোই করেছেন। কেননা, আমি তো দুর্বল এবং অক্ষম। আমি চাইলেও খুব দ্রুত আপনার কাছে পৌছতে পারব না।'

নেকড়ে ছাগল ছানার পলায়নের জন্য অপেক্ষা করছিলো, কিন্তু ছাগল ছানার কথা শুনে সে অবাক হয়ে দাঁড়ালো এবং জিজ্ঞেস করলো : 'তোমার উদ্দেশ্যটা কী? আমার কাছে কি অন্য কোনো কাজ আছে নাকি?'

ছাগল ছানা জবাব দিলো : 'আমি রাখালের একটা বার্তা আপনাকে জানাতে চাই। রাখাল আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছে যেহেতু আজ আপনি পশুপালের প্রতি কোনো আক্রমণ করেননি বা কষ্ট দেন নি তাই সে মনে করে আপনি একজন ভালো নেকড়ে। তাই আমাদের আপনাকে সম্মান জানানো উচিত। আর যেহেতু আমি সুকণ্ঠের অধিকারী তাই রাখাল আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন যদি আপনি পছন্দ করেন তবে আপনাকে একটা ভালো সংগীত শুনাতে চাই। যখন আপনার খাবার সময় হবে তখন আপনি যদি আমার চেয়ে আরো বেশি গোশতওয়ালা কোনো খাবার চান অথবা যদি আমার গান আপনার পছন্দ না হয় তাহলে মোটাসোটা কোনো ভেড়া পছন্দ করেন তবে রাখালকে জানাবো যাতে উপহার হিসেবে মোটাসোটা তেমন কাউকে পাঠায়। আগামীকালও আপনার পছন্দমতো ভেড়া আপনার জন্য পাঠাবে। এভাবে একটি করে পাঠানো হবে। এতে আপনার উপদ্রব থেকেও রক্ষা পাবে আর রাখাল ভেড়ার হিসাবও রাখতে পারবে।

রক্তপিপাসু নেকড়ে যদিও অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলো তবুও সে ছাগল ছানার সুমিষ্ট ব্যবহারে আরো অহংকারী হয়ে উঠলো এবং চিন্তা করলো আমার পূর্ব পুরুষের মতো ব্যবহার করে এই ছাগল ছানাটিকে এখনই খেতে পারি, কিন্তু রাখাল নিজেই যেহেতু আমার জন্য খাবার পাঠাতে চায় তাহলে উচিত হবে ভালোভাবে জীবন যাপন করা। আর এই ছাগল ছানার গান যদি মরুভূমির অন্যান্য পাখির চেয়ে উত্তম হয় তাহলে এটা খারাপ হয় না যে, প্রতিদিন খাবার সময়ে তার সংগীতের সুরের সাথে ক্ষুধা নিবারণ করবো এবং প্রতিদিন একটি ছাগল ছানা রাখালের কাছে চাইবো আর আয়েশী জীবন যাপন করবো। যদি দেখি তার সুর ভালো না তাহলে তাকেই খেয়ে ফেলবো। এই চিন্তা করে ছাগল ছানাকে বললো : 'বেশতো। ভালো একটা গান ধরোতো শুনি।'

ছাগল ছানা বললো : 'বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতে পারি?'

নেকড়ে বললো : 'বাজাও। গানের সাথে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করলে তো ভালোই হয়।'

ছাগল ছানা কিছুটা দূরে পড়ে থাকা একটা কাঠ দেখিয়ে বললো : 'তাহলে অনুমতি দিন ঐ বাঁশিটা নিয়ে আসি।' ছাগল ছানা কয়েক কদম দূরে গিয়ে ওটা নিজের মুখের কাছে নিয়ে গান গাওয়ার বাহানায় হঠাৎ করে হৃদয়ের সকল বেদনা জড় করে চিৎকার করে আওয়াজ করলো যাতে সে আওয়াজ রাখালের কানে পৌঁছায়। নেকড়ে ছাগল ছানার সংগীতের কেনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে রাখালকে তার সামনেই দেখতে পেলো। এমনকি পালাবার ফুসরতও পেলো না। রাখাল লাঠি দিয়ে নেকড়েকে আচ্ছা ধোলাই দিলো এবং ছাগল ছানাকে কোলে নিয়ে নিরাপদে পশুপালের কাছে পৌঁছে দিলো।

কয়েকটি চমৎকার শিক্ষণীয়

(৭৩ পাতার পর)

৫. যখনই সক্ষম হও দান কর

অনেক বছর আগের কথা যখন আমি একটি হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতাম। তখন আমি লিজ নামের একটি মেয়ের সাথে পরিচিত হই যে খুবই বিরল ও মারাত্মক দুরারোগ্য রোগে ভুগছিল। তার একমাত্র সুস্থ থাকার উপায় ছিল তার পাঁচ বছর বয়সি ভাইয়ের থেকে রক্ত গ্রহণ করা যে অলৌকিকভাবে এই একই দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং তার রক্তে রোগটি মোকাবেলা করার এন্টিবডি তৈরি হয়েছে। চিকিৎসক এসব সম্পর্কে তার ছোটভাইকে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন এবং সেই ছোট ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন সে তার বোনকে রক্ত দিতে ইচ্ছুক কিনা। আমি দেখলাম সে এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাবোধ করল এবং একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল : 'হ্যাঁ, যদি আমার রক্ত দিয়ে আমার বোনকে রক্ষা করতে পারি তবে আমি এতে প্রস্তুত।'

যখন রক্ত সঞ্চালন শুরু হল তখন সে পাশের বিছানায় থাকা তার বোনের দিকে তাকালো এবং যখন আমরা লক্ষ্য করলাম মেয়েটি গালের রং আবার পূর্বের ন্যায় ফিরে এসেছে তখন ছোট ছেলেটির পাশাপাশি আমরাও খুশি হলাম। একটু পর লক্ষ্য করলাম ছেলেটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এবং হাসিও বিলীন হয়ে গেল। ছেলেটি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল : 'আমি কি এখনই মারা যাব?' বয়স কম হওয়ায় ছেলেটি ভুল বুঝেছিল। সে ভেবেছিল যে, তার শরীরের সমস্ত রক্তই তার বোনের জীবন বাঁচাতে ব্যবহার করা হবে। কবি বলেন,

এমনভাবে কাজ কর যেন অর্থের প্রয়োজন নেই।

ভালোবাস এমনভাবে যেন কখনই ব্যথিত হওনি।

অনুবাদ : সরকার ওয়াসি আহমেদ ও আতকিয়া ওয়াসিকা ফাইজা

কয়েকটি চমৎকার শিক্ষণীয় ঘটনা

১. নারী পরিচ্ছন্নতা কর্মী

যখন আমার কলেজে ভর্তির দ্বিতীয় মাস চলছে সেই সময় আমাদের কলেজের একজন অধ্যাপক একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। আমি প্রতিটি প্রশ্নে চোখ বুলিয়ে গিয়েছিলাম এবং শেষ প্রশ্নটি না পড়া পর্যন্ত আমি নিজেকে একজন বুদ্ধিমান ছাত্র ভাবছিলাম। প্রশ্নটি ছিল– এই কলেজের পরিচ্ছন্নতা কর্মীর নাম কী? নিশ্চয়ই এটি কোনো ধরনের কৌতুক ছিল! আমি তাঁকে কয়েকবার দেখেছি। তিনি ছিলেন লম্বা, তাঁর চুলগুলো ছিল কালো, বয়স ৫০ এর কাছাকাছি হবে। কিন্তু আমি তাঁর নাম জানব কীভাবে? শেষ প্রশ্নটির উত্তরের জায়গা ফাঁকা রেখে আমি উত্তরপত্রটি জমা দিলাম। একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করল : 'শেষ প্রশ্নটি কি আমাদের কুইজের অন্তর্ভুক্ত হবে?' অধ্যাপক বললেন : 'অবশ্যই। তোমার কর্মজীবনে বহু লোকের সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে এবং তারা সকলেই গুরুত্বপূর্ণ। তারা তোমার মনোযোগ ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিকারী। এমনকি তুমি যদি হাসিমুখে তাদের অভিবাদনও জানাও।' আমি এই শিক্ষাটি আজও ভুলতে পারিনি। আমি আরও জানতে পারি যে, তাঁর নাম ছিল ডরোথি।

২. নিঃস্বার্থ উপকার

এক গভীর রাতে, ১১টা ৩০ মিনিটে একজন বয়স্ক আফ্রিকান-আমেরিকান নারী আলাবামা মহাসড়কের পাশে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করার চেষ্টা করছেন। তাঁর গাড়িটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর একটি যানবাহনের একান্ত প্রয়োজন ছিল। ভেজাবস্থায় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন একটু পর যদি কোনো গাড়ি আসে তাহলে তিনি সেটিকে ইশারায় থামাবেন। একজন শেতাঙ্গ লোক তাঁর গাড়ি থামালেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসলেন যা ছিল ১৯৬০ দশকে প্রায় বিরল ঘটনা। লোকটি তাঁকে নিরাপদে একটি ট্যাক্সি ক্যাবে বসিয়ে দিলেন। মহিলাটিকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে রয়েছেন। তিনি সেই লোকটিকে ধন্যবাদ জানালেন এবং লোকটির ঠিকানা নিয়ে নিলেন। এক সপ্তাহ পর লোকটি তাঁর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পান। তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, তাঁর দরজায় একটি বিরাট রঙিন টিভি পৌছে দেয়া হয়েছে এবং এতে একটি নোট সংযুক্ত রয়েছে। যাতে লেখা রয়েছে 'সেই রাতে মহাসড়কটিতে আমাকে সাহায্য করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ঐ রাতে শুধু আমার কাপড়ই ভিজে যায়নি, আমার আত্মবিশ্বাসও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তখনই আপনি আমার নিকট উপস্থিত হলেন। আপনার জন্য আমি আমার স্বামীর মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পৌঁছতে পেরেছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমাকে সাহায্য করার জন্য এবং অন্যের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে যাবার জন্য ধন্যবাদ।'

৩. তুমি যাকে সেবা দেবে তার মর্যাদা রক্ষা করবে

তখনকার দিনের কথা যখন ফলের টুকরা মিশ্রিত আইসক্রিম অনেক স্বল্প মূল্যে পাওয়া যেত, একজন দশ বছর বয়সী বালক কফি সপে ঢুকে একটি টেবিলের সামনে বসল। একজন নারী পরিবেশনকারী তার সামনে এক কাপ পানি রাখল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল যে, একটি ফলযুক্ত আইসক্রিমের দাম কত হবে। পরিবেশিকা তাকে জানালেন ৫০ সেন্ট। ছোট ছেলেটি তার পকেট থেকে হাত বের করল এবং তাতে কত টাকা আছে তা গণনা করল। ছেলেটি আবার প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, শুধু আইসক্রিমের দাম কত?' কিন্তু আরও অনেকেই অন্যান্য টেবিলে পরিবেশনের জন্য অপেক্ষমাণ থাকায় সেই পরিবেশিকাও ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিলেন এবং রূঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন পঁয়ত্রিশ সেন্ট।

ছেলেটি বলল, 'আমি শুধু আইসক্রিমই নেব।' পরিবেশিকা তাকে আইসক্রিম এবং মেমো দিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। যখন পরিবেশিকা ফিরে আসলেন তখন তিনি টেবিলটি মুছতে মুছতে কেঁদে ফেললেন। সেখানে খালি পাত্রের পাশে দুটি নিকেল এবং পাঁচটি পেনি ছিল। বালকটি সেদিন ফলমিশ্রিত আইসক্রিমটি খেতে পারেনি, কারণ, যদি সে তা করত তবে তার কাছে পরিবেশিকাকে বকশিস দেয়ার মতো অর্থ বাকি থাকত না।

৪. আমাদের পথের বাধা

প্রাচীনকালে এক রাজা একটি পথের মাঝখানে একটি বড় পাথর স্থাপন করলেন। এরপর তিনি লুকিয়ে পড়লেন এবং অপেক্ষা করতে থাকলেন এটি দেখার জন্য যে, কেউ পাথরটিকে সরানোর চেষ্টা করে কিনা। রাজার সম্পদশালী কতিপয় ব্যবসায়ী এবং রাজসভাসদ পাথরটির নিকট আসল ও তা এড়িয়ে চলে গেল। অনেকেই চিৎকার করে রাজাকে অভিযুক্ত করল যে, তিনি রাস্তার প্রতিবন্ধকতা দূর করার ব্যবস্থা করেননি। কিন্তু কেউই রাস্তা থেকে পাথরটিকে সরালো না। কিছুক্ষণ পর একজন কৃষক আসলেন যাঁর মাথায় অনেক পরিমাণ সবজির বোঝা ছিল। পাথরটির সামনে আসার পর তিনি মাথা থেকে সবজির বোঝাটি নামিয়ে ফেললেন এবং পাথরটি সরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকবার চেষ্টার পর তিনি পাথরটিকে রাস্তার একপাশে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। এরপর যখন তিনি আবার সবজির বোঝাটি নেয়ার জন্য আসলেন তখন দেখলেন সেখানে একটি থলে পড়ে রয়েছে। যার ভেতরে তিনি দেখলেন অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে এবং রাজার পক্ষ থেকে একটি চিঠিও তার মধ্যে রয়েছে। যাতে উল্লেখ রয়েছে, যে ব্যক্তিটি এই বড় পাথরটি সরাবে এই থলের ভেতরকার মুদ্রাগুলো তার হবে। কৃষকটি এমন কিছু বুঝতে পেরেছিলেন যা আমাদের অনেকেই কখনও বুঝবে না। সকল বাধাই আমাদের জীবনে উন্নতি বয়ে আনার সুযোগ হয়ে ওঠে। সে জন্য বাধাগুলোকে না এড়িয়ে সেগুলোকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে হবে। *বাকি অংশ ৭২ পাতায় দেখুন*

ছড়া-কবিতা

মানুষ যেদিন হবে
ফরিদ সাইদ

মনে ভেজাল মাথায় ভেজাল
ভেজাল সারা অঙ্গে
কথায় ভেজাল কাজে ভেজাল
ভেজাল লোকের সঙ্গে।

খাদ্যে ভেজাল পণ্যে ভেজাল
ভেজাল দুধে পানি
ন্যায়ের কথা বললে ওরা
করে কানাকানি।

হাটে মাঠে ঘাটে ভেজাল
ভেজাল টানাটানি
বড়বাবু খুশি হলে
সব হয়ে যায় পানি।

এই ভেজালের শেষটা আবার
দেখবো জানি কবে
ভেজাল মানুষ নতুন করে
মানুষ যেদিন হবে।

পাখির বাসা
ইয়াকুব আলী রনী

ঘরের কোনে মা পাখিটা
ব্যস্ত ভীষণ কাজে,
সুন্দর করে বাঁধছে বাসা
লাগে নাতো বাজে।

সুখে আছে মা পাখিটা
সঙ্গে নিয়ে ছানা,
সময় হলে নিয়ে আসে
মুখে করে ছানা

ভেঙ্গে দিল সেই বাসাটা
দুষ্টু ছেলের দল,
এই দৃশ্যটা দেখে পাখির
চোখে আসে জল।

ছানা বাসা সব হারিয়ে
শূন্য এখন বুকটা,
ঐ দুষ্টুরা কেড়ে নিলো
মা পাখিটার সুখটা।

শরতের পরশে
আলম শামস

বর্ষা গেল বৃষ্টি গেল
শরৎ এলো আজ,
হরেক রকম ঢঙে এখন
পল্লি গাঁয়ের সাজ।

আকাশেতে সাদা মেঘের
এলো-মেলো খেলা,
রোদ মেঘের লুকোচুরি
দেখে কাটে বেলা।

বিলের মাঝে শাপলা শালুক
নতুন নতুন ফুল,
মিফতা মনি তুলতে যাবে
বাঁধছে এখন চুল।

তিতাস নদীর দু'কূল জুড়ে
ফুটলোরে কাশফুল,
মনের সুখে ডাকতে থাকে
খঞ্জনা বুলবুল।

শরৎকালে কাশের বনে
বাতাস নেচে যায়,
মনের সুখে গাঁয়ের ছেলে
তালের ডোঙা বায়।

শিউলি ফুল মন মাতানো
ছড়ায় সুবাস গন্ধ
কবিরা সব লিখতে বসে
খুঁজে বেড়ান ছন্দ।

আমার বাবা
মুহাম্মদ ইসমাঈল

বাবা আমার বটের ছায়া
মাথার উপর ছাতা
বাবার কথা পড়লে মনে
ভেজে চোখের পাতা

বাবা ছিলেন শিক্ষার কারিগর
মানুষ গড়তেন যিনি
জন্ম থেকে এই পর্যন্ত
বাবাকে আমি চিনি

বাবা ছিলেন বিশাল মনের
উদার নীল আকাশ
বাবার মুখে দেখলে হাসি
দুঃখ হতো নাশ।

বাবা ছিলেন বিশ্ব আমার
নিঃস্ব ভরা ভয়
বাবার বুকে মাথা রেখে
পেতাম সুখ আশ্রয়

বাবা ছিলেন সরল মানুষ
এন ভুলানো হাসি
দেখি না আর এই জগতে
দুঃখ স্রোতে ভাসি।

বাবা ছিলেন আদর্শ
আর দুঃখভরা জীবন
বাবা আমার চিন্তা করেন
তোমরা আছো কেমন।

বাবা ছিলেন অনেক দামী
যায় না তারে কেনা
দূর থেকে আমার বাবাকে
যায় না তারে চেনা।

বাবা ছিলেন রুপালি চাঁদ
জোসনামাখা রাতে
সুরের যাদু ছড়িয়ে দিতেন
বাঁশের বাঁশি হাতে।

বাবা ছিলেন অনেক গুণের
এখন কোথায় বাস
ভাবনা মনে যায় ছড়িয়ে
বুকে দীর্ঘশ্বাস।

বাবার জন্য দুহাত তুলে
করছি মুনাজাত
বাবা আমার ভালো থাকুন
দূর আকাশের চাঁদ।

কত কষ্ট দিয়েছি বাবা
করে দাও মাফ
আমার জন্য দোয়া কর
মন থেকে ছাপ।